



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব সম্পর্কিত)

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	মুখবন্ধ	-
০২	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
০৩	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩৭
০৪	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৭
০৫	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
২. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
৩. নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।
৪. এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৫ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁর লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৫. এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।
৬. জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৩-৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮-৭-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।


মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১	কাজ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	১৫,৬৭,৭২,১৪০
২	চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক সিসিটিভি/ক্যামেরা স্থাপন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে চুক্তিতে বর্ণিত কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।	১,৫১,৩৮,৫৬০
৩	২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবে কার্যসম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৭৭,২৩,৭৩৩
৪	ঢাকাস্থ মতিঝিল এলাকায় প্লট নং-৯১ এর শিল্প ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার নিকট বকেয়া ভাড়া বাবদ সরকারি রাজস্ব অনাদায়ী।	৩,৫৩,২০,১১৩
৫	নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯,৬৮,৬৯,৯৯৩
৬	বাস্তবে কাজ সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,৩৭,১৭,৭১২
৭	Cast in situ pile এর প্রকৃত পরিমাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাপের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৩,২৬,১০০
৮	কার্টের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন ছাড়াই উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও বৎসর ভিত্তিক সরকারি অর্থের অপচয়।	৪,৮৯,৭২,৭৭১
৯	প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল বাবদ সরকারি অর্থের অপচয়।	৮৭,০০,০০০
১০	কাজ শুরু পূর্বে তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে কাল্পনিক বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অগ্রিম পরিশোধ।	৪,৫৮,৬৯,৮০১
১১	টিইসি কর্তৃক প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪,০৮,৩২,৮৩৮
১২	Responsive দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬০,৩৬,৫৬৫
১৩	পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করে একমাত্র বৈধ দরদাতার প্রদত্ত দরের গাণিতিক শুদ্ধতার ফলে উর্দ্ধদরে দরপত্র অনুমোদন।	২,০৮,২৩,৩৮৬
১৪	সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬৫,৬১,৮৪৮
১৫	আরডিপিপি মূল্য অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫,০৫,২৪,০০০
সর্বমোট = (আটাল্ল কোটি একাত্তর লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশত ষাট টাকা)		৫৮,৭১,৮৯,৫৬০

অডিট বিষয়ক তথ্য :

নিরীক্ষা অর্থ বছর :	২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।
	২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা।
	৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা।
	৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
	৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা।
	৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, ঢাকা।
	৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।
	৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।
	৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।
	১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।
	১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
	১২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, চট্টগ্রাম।
	১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা।
	১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা।
	১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নারায়নগঞ্জ।
	১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।
	১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।
	১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর।
	১৯. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
	২০. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম।

নিরীক্ষার প্রকৃতি	: নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	: ০৯-০৯-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	: স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	: মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- সম্পাদিত কাজের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- সরকারের রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা।
- বাস্তবে কাজ সম্পাদন না করেই বিল পরিশোধ।
- প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধিবিধান উপেক্ষা করা।
- জিএফআর বিধিবিধান লঙ্ঘন।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধিবিধান লঙ্ঘন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- সম্পাদিত কাজের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করার প্রবণতা।
- বাস্তবে কাজ সম্পাদন না করেই বিল পরিশোধের প্রবণতা।
- সরকারের রাজস্ব আদায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- অর্থ আদায় ও কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধিবিধান পরিপালন না করা।
- জিএফআর বিধিবিধান পরিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধিবিধান উপেক্ষা করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অনুচ্ছেদে জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অনুচ্ছেদসমূহ নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর বিধিবিধান অনুসরণ করা।
- সরকারের রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি অর্থ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : কাজ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ ঠিকাদারের ১৫,৬৭,৭২,১৪০ (পনের কোটি সাতষট্টি লক্ষ বাহান্নর হাজার একশত চল্লিশ) টাকার পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কার্যালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-১২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৯-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কাজের প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, ত্রুয় পরিকল্পনা, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও দরপত্র সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- কাজ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ ঠিকাদারের ১৫,৬৭,৭২,১৪০ (পনের কোটি সাতষট্টি লক্ষ বাহান্নর হাজার একশত চল্লিশ) টাকার পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০১(১-৩), (পৃঃ ১-৪)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক ঠিকাদার চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার ইনা ডিভিডের কাজ সম্পাদন না করায় কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ৭,২৫,৬৩,৭০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। চুক্তি মোতাবেক ৩০ মাসের মধ্যে কাজ সম্পাদনের উল্লেখ থাকলেও কাজ বন্ধ রাখায় ৩০ মাসের কাজের অগ্রগতি ৩.৫৪% হওয়ায় কার্যাদেশ বাতিল করা হয়। কার্যাদেশ বাতিল করার পর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক ০৪-০৩-১৯১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-সি-২৮০/৭৬৪(১) এর মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলীকে পারফরমেন্স সিকিউরিটি হিসাবে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা করা হয়নি।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা কার্যালয়ের পরিশিষ্ট-৪(২) তে বর্ণিত ঠিকাদার ইনা ডিভিডের ১ নং কাজটির ক্ষেত্রে ৫.৮৪% ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হওয়ার পর কাজটির কার্যাদেশ বাতিল করা হয় এবং পরিশিষ্টে বর্ণিত ২ ও ৩ নং কাজটি যথাক্রমে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং ৩১-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে জুন/২০১৫ পর্যন্ত কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে। কার্যাদেশ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এবং ঠিকাদার কর্তৃক কাজ বন্ধ রাখা হলেও ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার ৭,৩৭,৫৬,৯০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশের ৬৪ জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মোঃ ওয়াহেদ মিয়া (জেভি) নির্ধারিত তারিখের ২৮ মাস ২৮ দিন অতিক্রম হওয়ার পর বাকী কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে পত্র দেওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল ও কার্যসম্পাদন জামানত (পারফরমেন্স গ্যারান্টি) বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার ১,০৪,৫১,৫৪০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত জিসিসি ৭৩.৩ মোতাবেক কার্যাদেশ বাতিল ও কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
- তিনটি প্রতিষ্ঠানে কাজ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে ৭,২৫,৬৩,৭০০+৭,৩৭,৫৬,৯০০+১,০৪,৫১,৫৪০= ১৫,৬৭,৭২,১৪০ (পনের কোটি সাতষট্টি লক্ষ বাহান্নর হাজার একশত চল্লিশ) টাকার পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ২৭ (৫) এবং দরপত্রের শর্তাবলীর জিসিসি-৮৭ অনুযায়ী ঠিকাদার ২৮ দিনের অধিক সময় কাজ বন্ধ রাখলে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। প্রত্যাশিত কাজ সমাপ্তির তারিখের পর পর্যন্ত পারফরমেন্স সিকিউরিটি বৈধ থাকবে, কাজ সম্পাদন না করলে ২৮ দিন পর উহা বাজেয়াপ্ত করতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত জিসিসি ৭৩.৩ মোতাবেক কার্যাদেশ বাতিল ও কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
- সিপিডব্লিউ ‘এ’ কোড এর বিধি-১৭৭(এ) মোতাবেক যথাসময়ে সরকারি রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা : নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে অডিটকে জানানো হবে।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা : সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে নথি/তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর : ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাই করার পর কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এ অবস্থায় কাজ না করার জন্য পত্র দেয়। প্রায় ১(এক) বছর কাজ বন্ধ থাকার পর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা জোন এর সভাপতিত্বে আলোচনায় ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর অর্থাৎ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদিত টাকায় কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। ঠিকাদার সে মোতাবেক কাজ পুনরায় শুরু করেন। বর্তমানে কাজ চলছে। ফলে কার্যাদেশ বাতিলের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা : নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানোর কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০৩ বছর ৩ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা : নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানোর কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০৩ বছর ৩ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর : জবার স্বীকৃতিমূলক, তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনের নির্ধারিত তারিখের পরে প্রায় ২ বৎসর ৫ মাস অতিবাহিত হলেও এবং ঠিকাদার কর্তৃক বাকি কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে লিখিতপত্র প্রদান করা সত্ত্বেও ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিলসহ কার্যসম্পাদন জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া জবাব মোতাবেক ঠিকাদার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টাকায় কাজ চলমান থাকা সংক্রান্ত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-০৩-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৮-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৫-২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৫-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা কার্যালয় দ্বয়ের কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কার্যালয়ের প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করার জন্য ১৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৭(৫) ও জিসিসির-৮৭ ও ৭৩.৩ এর শর্তানুযায়ী বাতিলকৃত কাজের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করে সমুদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক সিসিটিভি/ক্যামেরা স্থাপন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে চুক্তিতে বর্ণিত কাজের ১,৫১,৩৮,৫৬০ (এক কোটি একান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা এবং গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১০-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৫-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে সরবরাহকৃত নথিপত্র, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, প্রাক্কলন, চুক্তি, বিল-ভাউচার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক সিসিটিভি/ক্যামেরা স্থাপন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে চুক্তিতে বর্ণিত কাজের ১,৫১,৩৮,৫৬০ (এক কোটি একান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০২(১-২), (পৃ: ০৪-০৬)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা কার্যালয়ের পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের চুক্তি অনুযায়ী ৩টি ১৬ চ্যানেল বিশিষ্ট ডিভিআর, ১২টি পিটিজেড ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, ০৩টি ডিসপ্লে মনিটর, ১০টি ডে নাইট ভিশন ক্যামেরা, ক্যাবল ব্রাকেট, পাওয়ার ক্যাবল, পাওয়ার সোর্স, ওয়াটার প্রুফ আই পি-৬৬ সহ আরো অন্যান্য মালামাল চুক্তিতে বর্ণিত স্ট্যান্ডার্ড মোতাবেক সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য একই দিনে একই তারিখে একজন ঠিকাদারকে দিয়ে একই ধরনের আইটেমের জন্য ০৩টি কার্যাদেশ দেয়া হয়। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর পত্র স্মারক নং- ৩৫০২ তারিখঃ ১৪-০৬-২০১৬ খ্রিঃ এবং ৩৫০৭, ৩৫০৮ তারিখঃ ১৫-০৬-২০১৬ খ্রিঃ হতে দেখা যায় কাজগুলো অসমাপ্ত। অথচ চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারকে ১,১৮,৮১,২৩৫ টাকা চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের সূত্র মোতাবেক ২০-১০-২০১৬ খ্রিঃ সরেজমিনে সাভার স্মৃতি সৌধে গিয়ে দেখা যায় কোন পোলে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা নাই। পরে দায়িত্বে কর্মরত এস,এ,ই জনাব জাহিদকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় উক্ত মালামালগুলি তালাচাবিবদ্ধ একটি কক্ষ কাটুনের ভিতরে প্যাকেটজাত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তার কাছে উক্ত মালামাল বুঝিয়ে নেওয়ার স্টক রেজিস্টার চাইলে তা দেখাতে পারেননি। পরবর্তীতে মালামালগুলি প্যাকেটজাত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা কার্যালয়ের অধীন টিটিসি ভবনের এয়ারকুলার স্থাপন বাবদ ১৪,৯৯,৯৪২ টাকা এবং ফায়ার এসটিংগুইসার সরবরাহ ও স্থাপন বাবদ ২,৯৭,১৫২ টাকা এবং ডরমেটরী বিল্ডিং পর্যন্ত আরসিসি এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ বাবদ ১৪,৬০,২৩১ টাকা, মোট ৩২,৫৭,৩২৫ টাকা পরিশোধ করা হলেও কোন এয়ারকুলার ও ফায়ার এসটিংগুইসার ভবনে পাওয়া যায়নি।
- এতে সর্বমোট (১,১৮,৮১,২৩৫+৩২,৫৭,৩২৫)=১,৫১,৩৮,৫৬০ (এক কোটি একান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকার চূড়ান্ত বিল ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তি মোতাবেক সিসিটিভি/ক্যামেরা, এয়ারকুলার ও ফায়ার এসটিংগুইসার স্থাপন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে অসমাপ্ত কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- বিল পরিশোধ করা হলেও বাস্তবে কাজ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা : দরপত্রে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন পূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়। নিরাপত্তার কারণে সিসিটিভি/ক্যামেরাগুলি সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলীর অফিসে সংরক্ষিত আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতি ও ভিভিআইপি ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময় পরিদর্শনের

সময় উক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা সংযোজন করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে নিরাপত্তার কারণে পুনরায় সাইড অফিসে সংরক্ষিত রাখা হয়। সরকারি সম্পদ নিরাপত্তার জন্য উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- **নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা :** মাগুরার টিটিসি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এখনও চলমান আছে। অডিট দল চলমান প্রকল্পের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। প্রকল্পটি হস্তান্তর না হওয়ায় এবং প্রকল্পের কোন পাহারাদার না থাকায় মালামালের নিরাপত্তার কথা ভেবে গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত মালামালগুলো স্থাপন করতে খুব সময় লাগবে না, যার কারণে প্রকল্প হস্তান্তরের আগে মালমালগুলো স্থাপন করা হয়েছে। চলমান প্রকল্পে কোন কাজে ত্রুটি থাকলে প্রত্যাশী সংস্থা তা হস্তান্তর গ্রহণ করবে না এটাই নিয়ম। তাই কাজ গুলি সার্বিক ভাবে সমাপ্ত করেই হস্তান্তর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- **নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা :** মালামালগুলো নিরাপত্তার কারণে খুলে রাখা হয়েছে মর্মে স্বীকার করা হয়েছে। বাস্তবে মালামালগুলো প্রতিস্থাপন না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে প্রতিস্থাপনসহ চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু আপত্তিতে উল্লিখিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর পত্রের স্মারক অনুযায়ী দেখা যায় যে, কাজগুলো অসমাপ্ত। সরেজমিনে যাচাই করে দেখা যায় যে, কোন পোলেই সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা নাই এবং সংশ্লিষ্ট এস,এ,ই জনাব জাহিদ উক্ত মালামাল একটি কক্ষে কার্টুনের ভিতরে রক্ষিত অবস্থায় নিরীক্ষা দলকে দেখান, যা কোন রেজিস্টার/নথিতে/স্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রাক্কলনে এবং চুক্তিতে উল্লেখিত মালামালগুলো ইউএস/জাপানী ব্র্যান্ডের সরবরাহের উল্লেখ থাকলেও সেগুলো প্যানাসনিক চায়নার তৈরী গ্রহণ করা হয়েছে, যা দরপত্রে উল্লেখিত সমমানের মালামাল কিনা সে বিষয়ে কোন টেকনিক্যাল রিপোর্টও পাওয়া যায়নি।
- **নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা :** টিটিসি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এখনো চলমান আছে। কাজেই বাস্তবে কাজ অসমাপ্ত রেখে অনিয়মিতভাবে চূড়ান্ত বিল প্রদান করার সুযোগ নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-০৩-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৯-০৫-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- মালামাল কার্টুনের ভিতরে ইনটেক অবস্থায় থাকা এবং চুক্তিতে উল্লেখিত সমমানের মালামাল গ্রহণ না করে এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক কাজ সমাপ্ত না হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে কাজ অসমাপ্ত রেখে অনিয়মিতভাবে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবে কার্যসম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৩,৭৭,২৩,৭৩৩ (তিন কোটি সাতাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত বিভাগ কর্তৃক সরকারি অবকাঠামো/স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিল ভাউচার ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবে কার্যসম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৩,৭৭,২৩,৭৩৩ (তিন কোটি সাতাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৩ (পৃ:০৭)]।
- তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলোর ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত দেখিয়ে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সবগুলো কাজ একই ঠিকাদার (মজুমদার ট্রেডিং কর্পোরেশন) কে কাজ দেয়া হয়েছে।
- প্রমাণকে Work in progress উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/সস্বব্যসা-১/সরকারি হিসাব-১/২০০৭/১৪৪, তারিখঃ ১৯-০৬-২০০৭ খ্রিঃ মোতাবেক সরাসরি চেক ইস্যুর মাধ্যমে বাজেট তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কার্যসম্পাদনের পূর্বেই অলীক (fictitious) ব্যয় দেখানোর মত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন না করে বাজেটের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে আর্থিক বছরের শেষ দিনে ৩,৭৭,২৩,৭৩৩ (তিন কোটি সাতাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/স.স্ব.ব্যসা-১/সরকারি হিসাব-১/২০০৭/১৪৪, তারিখঃ ১৯-০৬-২০০৭ খ্রিঃ মোতাবেক সরাসরি চেক ইস্যুর মাধ্যমে বাজেট তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কার্যসম্পাদনের পূর্বেই অলীক (fictitious) ব্যয় দেখানোর মত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম না করার নির্দেশনা না মানা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কাজগুলো জরুরী হওয়ায় প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা থাকায় এবং মালামালগুলো বাজারে বানানো অবস্থায় পাওয়া যায় বিধায় কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ৬ টি কাজের কার্যাদেশের তারিখ ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ এবং সম্পাদনের তারিখ ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ। একই ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দিয়ে সবগুলো কাজ সম্পাদন দেখানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে জুন মাসের শেষে তাড়াহুড়ো করে কাজ সম্পাদনের নামে অর্থ অপচয় করা হয়েছে। কাজ শেষ না হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কাজ শেষ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা হয়নি।
- ২৭-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হলেও অদ্যাবধি কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা জানানো হয়নি। তামাদি এড়ানোর জন্য কার্য সম্পাদনের পূর্বেই বিল পরিশোধ করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কার্য সম্পাদন না করে বিল পরিশোধ করায় Misappropriation এর সম্ভাবনা রয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সরাসরি চেক ইস্যুর মাধ্যমে বাজেট তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে কার্যসম্পাদনের পূর্বেই অলীক (fictitious) ব্যয় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। এই নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ

প্রদান করে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। আর্থিক বৎসরের শেষ দিনে কার্যাদেশ প্রদান, কার্যসম্পাদন, পরিমাপ গ্রহণ, বিল প্রস্তুত, বিল যাচাই, বিল পাশ ও চেক প্রদানসহ তদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিপালন করা অসম্ভব।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২২-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে জুন মাসের শেষ দিনে বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে সরকারি অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : ঢাকাস্থ মতিঝিল এলাকায় প্লট নং-৯১ এর শিল্প ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার নিকট বকেয়া ভাড়াবাবদ সরকারি রাজস্ব ৩,৫৩,২০,১১৩ (তিন কোটি তিশাল্লান লক্ষ বিশ হাজার একশত তের) টাকা অনাদায়ী ।

বিবরণ :

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-১২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৪-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর ইজারা সংক্রান্ত নথি নং-XIV-২৮(অংশ-৬)(৭) পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ঢাকাস্থ মতিঝিল এলাকায় প্লট নং-৯১ এর শিল্প ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার নিকট বকেয়া ভাড়াবাবদ সরকারি রাজস্ব ৩,৫৩,২০,১১৩ (তিন কোটি তিশাল্লান লক্ষ বিশ হাজার একশত তের) টাকা অনাদায়ী [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৪ (পৃ:০৮)]।
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০.০২১.০২.০৫৬.০৪.২২৩ তারিখঃ ২৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্লট নং-৯১ এ শিল্প ব্যাংক ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংক লিঃ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা কর্তৃক ব্যবহৃত ৫৭৮০ বর্গফুট জায়গার প্রতি বর্গফুট মাসিক ভাড়া ৫০ টাকার সাথে ১০% ভাড়া বৃদ্ধি করে ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫ বছরে ইজারা চুক্তি নবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অথচ ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বকেয়া ভাড়া বাবদ ৩,৫৩,২০,১১৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর স্মারক নং- ২৬৪৭ তারিখঃ ২৯-০৭-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
- এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও পরিশিষ্টে বর্ণিত ভাড়া (সরকারি রাজস্ব) বাবদ ৩,৫৩,২০,১১৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। সরকারি রাজস্ব দ্রুততার সাথে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

অনিয়মের কারণ :

- সিপিডব্লিউ ‘এ’ কোডের-১৭৭ (এ) অনুযায়ী যে কোন সরকারি রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব বিভাগীয় কর্মকর্তার এবং এ দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের নথি ও তথ্যাদি যাচাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদানের কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০৩ বছর ৫ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ঢাকাস্থ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্লট নং-৯১ এ শিল্প ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্পোরেট শাখার বকেয়া ভাড়া বাবদ সমুদয় অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৯,৬৮,৬৯,৯৯৩ (নয় কোটি আটষাট লক্ষ ঊনসত্তর হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা, গণপূর্ত বিভাগ-৪ ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রাম-২, কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১১-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৭-১৭-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ সহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের নিকট হতে চুক্তিপত্রের General Condition of Contract এবং P.C.C. তে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক Liquidated Damages বাবদ জরিমানা আদায় না করায় সরকারের ৯,৬৮,৬৯,৯৯৩ (নয় কোটি আটষাট লক্ষ ঊনসত্তর হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৫(১-৪), (পৃ: ০৯-১৩)]।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের অধীন কুমিল্লার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ এর চুক্তিমূল্য ১৮,৫৪,৭৯,০০০ টাকা এবং ঠিকাদার এমই-সি এন্ড এস (জেবি)। নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় কুমিল্লার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ এর ক্ষেত্রে G.C.C. এবং P.C.C.তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক প্রতিদিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে এলডি/জরিমানা আদায় করতে হবে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে চুক্তিমূল্যের অনধিক ১০%। বিলম্বিত সময় ৭১৪ দিনের জন্য চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে ১,৮৫,৪৭,৯০০ টাকা আদায়যোগ্য।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের অধীন কুমিল্লা জেলার ভূমি বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এর চুক্তিমূল্য ৩,৭৮,১০,৪৯৬ টাকা এবং ঠিকাদার মেসার্স বিজনেস এসোসিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল। নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় কুমিল্লা জেলার ভূমি বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এর ক্ষেত্রে G.C.C. এবং P.C.C.তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক প্রতি দিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে এলডি/জরিমানা আদায় করতে হবে যার পরিমাণ হবে চুক্তি মূল্যের অনধিক ১০%। এক্ষেত্রে বিলম্বিত সময় ৭৫৬ দিনের জন্য চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে ৩৭,৮১,০৫০ টাকা আদায়যোগ্য। চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে সর্বমোট (১,৮৫,৪৭,৯০০+৩৭,৮১,০৫০)= ২,২৩,২৮,৯৫০ টাকা আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
 - উল্লেখ্য যে, বর্ণিত দুটি কাজের সময় বর্ধিত করণের আদেশ নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষাদলকে দেখাতে পারেননি।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪ ঢাকা কার্যালয়ের অধীন বিএসএমএমইউ এর পাঁচতলা ডায়াগনস্টিক ভবন এবং বিভিন্ন বিভাগের ১৩-তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেইসমেন্ট এবং ফ্লোর নির্মাণ কাজের চুক্তিমূল্য ৪৩,৫১,৩৬,০৯৫ টাকা এবং ঠিকাদার জামাল এন্ড কোং এন্ড বুপালী ট্রেডার্স কনস্ট্রাকশন। নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় G.C.C. এবং P.C.C.তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক প্রতিদিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে এলডি/জরিমানা আদায় করতে হবে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে চুক্তিমূল্যের অনধিক ১০%। বিলম্বিত সময় ৬৮৫ দিনের জন্য চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে ৪,৩৫,১৩,৬০৯ টাকা আদায়যোগ্য।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়ের অধীন পরিশিষ্টে বর্ণিত নাসিরনগর, বিজয়নগর ও কসবা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এর ক্ষেত্রে G.C.C. এবং P.C.C.তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক প্রতিদিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে এলডি/জরিমানা আদায় করতে হবে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে চুক্তিমূল্যের অনধিক ১০%। বিলম্বিত সময় অনুযায়ী চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে ১,১৩,৫৭,৫১৮ টাকা আদায়যোগ্য।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের অধীন পরিশিষ্টে বর্ণিত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায়, বয়েজ হোস্টেল, মহিলা হোস্টেল, ডরমেটরী ভবন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় G.C.C. এবং P.C.C.তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক প্রতিদিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে ঠিকাদারের নিকট হতে এলডি/জরিমানা আদায় করতে হবে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ

হবে চুক্তিমূল্যের অনধিক ১০%। বিলম্বিত সময় এর জন্য চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে ১,৯৬,৬৯,৯১৬ টাকা আদায়যোগ্য।

- এক্ষেত্রে সর্বমোট (২,২৩,২৮,৯৫০ + ৪,৩৫,১৩,৬০৯ + ১,১৩,৫৭,৫১৮ + ১,৯৬,৬৯,৯১৬) = ৯,৬৮,৬৯,৯৯৩ (নয় কোটি আটষট্টি লক্ষ ঊনসত্তর হাজার নয়শত তিরানব্বই) টাকা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- G.C.C. এবং P.C.C. তে উল্লেখিত ৭২ ও ৭৩ এর শর্ত মোতাবেক প্রতি দিনের জন্য চুক্তিমূল্যের ০.০৫% হতে ০.১০% হারে তবে চুক্তিমূল্যের অনধিক ১০% হারে এলডি/জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা : যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। যৌক্তিক বিবেচনায় জরিমানা আরোপ করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা : বিভিন্ন অবকাঠামো সরানো ও বিভিন্ন সংস্থা হতে সিদ্ধান্ত পেতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ভবন ব্যবহারকারীদের সাথে সমন্বয়ে দেবী হওয়ায় সময় বর্ধন দেবী হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় বর্ধন করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, চট্টগ্রাম : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় বর্ধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা : বর্ধিত সময় মূল চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার ২০% এর অধিক হওয়ায় HOPE এর অনুমোদন প্রয়োজন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা : বর্ধিত সময় মূল চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার ২০% এর অধিক হওয়ায় HOPE এর অনুমোদন প্রয়োজন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : বর্ধিত সময় মূল চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার ২০% এর অধিক হওয়ায় HOPE এর অনুমোদন প্রয়োজন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, চট্টগ্রাম : বর্ধিত সময় মূল চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার ২০% এর অধিক হওয়ায় HOPE এর অনুমোদন প্রয়োজন।
- কার্যসমাপ্তির পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক সময় বর্ধনের কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। বিলম্বিত সময় মূল সময়সীমা অপেক্ষা অনেক বেশী। অথচ এক্ষেত্রে বিলম্বিত সময়ের জন্য কোন জরিমানা আরোপ/আদায় করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২২-০৫-২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৯-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট থেকে জরিমানার টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : বাস্তবে কাজ সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৩৭,১৭,৭১২ (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশত বার) টাকা।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২ ঢাকা ও গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ২১-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ এবং ১১-০১-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ক্যাশবুক ও বিল-ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- বাস্তবে কাজ সম্পাদন না হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারকে ১,৩৭,১৭,৭১২ (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশত বার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৬(১-২), (পৃ:১৪-১৯)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২ ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৩টি কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার স্বাক্ষরবিহীন প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ক্ষতি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫টি কাজের ক্ষেত্রে কার্যাদেশ প্রদানের ১ মাস ১৭ দিন হতে ৯ মাস ২৫ দিন পূর্বেই প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে কাজ হস্তান্তরের প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ক্ষতি।
- উল্লেখ্য যে, কার্যাদেশ প্রদান থেকে শুরু করে মেজারমেন্ট গ্রহণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম জুন মাসেই করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উল্লিখিত সবগুলো কাজ জুন মাসে সম্পন্ন দেখানো হয়েছে অর্থাৎ শুধুমাত্র বাজেট নিঃশেষ করার জন্য কাজগুলো দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কার্যসম্পাদন করা হয়নি।
- এতে পরিলক্ষিত অন্যান্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :-
 - (১) নিরীক্ষাকালে অডিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশের কপি দেখাতে পারেনি।
 - (২) কার্যসম্পাদনের দলিলাদি পাওয়া যায়নি।
 - (৩) প্রত্যাশী সংস্থা/বসবাসকারীর স্বাক্ষর ছাড়া প্রত্যয়নপত্রে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করা হয়েছে অর্থাৎ কাজটি হস্তান্তর করা হয়নি।
 - (৪) কার্যাদেশ প্রদান এবং পরিমাপ গ্রহণের দীর্ঘদিন পূর্বে কাজ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, যা অবাস্তব।
 - (৫) এতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা পরিলক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে।
 - (৬) উপরোক্ত ১, ২, ৩ ও ৪ নং অনিয়ম সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- বাস্তবে কাজ সম্পাদন না করেই বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা : পরিশিষ্টে বর্ণিত ক্রমিক নং-৫-৭ এর কাজগুলো ভবনের বাহিরে বিধায় উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-সহঃ প্রকৌশলী প্রত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। আর পরিশিষ্ট ক্রমিক নং ১-৪ এবং ৮-১৩ পর্যন্ত ক্রমিকের কাজগুলো বাংলা/বাসা। এতে প্রত্যয়ন/প্রত্যাশী সংস্থার স্বাক্ষর রয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা : এলোটিংগণের চাহিদার ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়মানুসারে দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা : কার্যসম্পাদনের প্রত্যয়নপত্র সুস্পষ্ট ও যথাযথ নয় বিধায় অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা : প্রত্যয়ণপত্রে প্রত্যাশী সংস্থার স্বাক্ষর থাকলেও কার্যসম্পাদনের ১০/১২ মাস পূর্বের তারিখে স্বাক্ষরিত। অর্থাৎ কার্যসম্পাদন ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রমাণিত। বিধায় অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : **Cast in situ pile** এর প্রকৃত পরিমাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাপের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩৩,২৬,১০০ (তেরিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত) টাকা।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-০১-২০১৮ খ্রিঃ হতে ২৪-০১-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে Notification Of Award, Bill Of Quantities ও মেজারমেন্ট বুক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- Cast in situ pile এর প্রকৃত পরিমাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাপের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৩,২৬,১০০ (তেরিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৭ (পৃ:২০)]।
- Construction of 12 Storied Hospital Building with 14 storied foundation Including 2 no of Basement with civil, sanitary internal electrification and Gas connection works within the compound of National Institute of Traumatology and orthopedic Rehabilitation (NITOR). কাজে Cast in situ pile এর ব্যাস যথাক্রমে ৬০০ মিঃ মিঃ ও ৫০০ মিঃ মিঃ। পরিমাপ বহির আইটেম নং টি- ২৫ অনুযায়ী ৬০০ মিঃ মিঃ ডায়ার পাইলে ২১৮০.৭৩ রানিং মিটার, ৫০০মিঃ মিঃ ডায়ার পাইলে ৩২৮১.৩১ রানিং মিটার পর্যন্ত বোরিং করা হয় এবং মাটি বোরিং করা বাবদ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে উক্ত বোরিং অনুযায়ী Cast In Situ Pile এর পরিমাপ দাঁড়ায় $(৩.১৪ \times ০.৬ \times ০.৬ \times ২১৮০.৭৩) \div ৪ + (৩.১৪ \times ০.৫ \times ০.৫ \times ৩২৮১.৩১) \div ৪ = (৬১৬.২৭৪ + ৬৪৩.৯৫৭) = ১২৬০.২৩$ ঘন মিটার। কিন্তু পরিমাপ বহির আইটেম নং টি-২৬ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৭০৩.৭১ ঘঃ মিঃ। সুতরাং $(১৭০৩.৭১ - ১২৬০.২৩) = ৪৪৩.৪৮$ ঘঃ মিঃ বেশি পরিমাপ গ্রহণ করে ঠিকাদারকে $৪৪৩.৪৮ \times ১০৮৯৮ = ৪৮,৩৩,০৪৫$ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধের ক্ষেত্রে Part Rate এ $৪৪৩.৪৮ \times ৭৫০০ = ৩৩,২৬,১০০$ (তেরিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকৃত পরিমাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাপ গ্রহণ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বিলটির পরিমাপ পরীক্ষা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- বিলটির পরিমাপ পরীক্ষা করে পরবর্তীতে জানানোর কথা বলা হলেও দীর্ঘ ০১ বছর ৫ মাস পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। মেজারমেন্ট বুক এ রেকর্ডকৃত পরিমাপ পরীক্ষা করেই অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে। Cast in situ pile এর প্রকৃত পরিমাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাপের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : কাঠের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছাড়াই উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও বৎসর ভিত্তিক সরকারি অর্থের অপচয় ৪,৮৯,৭২,৭৭১ (চার কোটি উনন্ববই লক্ষ বাহান্ডর হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০২-২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।। নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন কাঠের কারখানা উপ-বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা কার্যালয়ের কার্যাবলী স্থানীয়ভাবে পরিদর্শন করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- কাঠের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছাড়াই উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও বৎসর ভিত্তিক ৪,৮৯,৭২,৭৭১ (চার কোটি উনন্ববই লক্ষ বাহান্ডর হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৮ (পৃ:২১)]।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের অধীন গণপূর্ত কাঠের কারখানা উপ-বিভাগের সংরক্ষিত গেট পাস রেজিস্ট্রার অনুযায়ী উৎপাদনের রেকর্ড শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ব্যয় ৪,৮৯,৭২,৭৭১ টাকা। অর্থাৎ কাঠের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছাড়াই উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও বৎসর ভিত্তিক সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
 - কার্পেটিং শাখা, মেশিনারীজ শাখা, পলিশ শাখা, টিন স্মিথ শাখা, পেইন্টিং শাখা, নিরাপত্তা শাখা পর্যন্ত কারিগরী জনবল ১২৯ জন থাকা তাদের নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করা সত্ত্বেও কারখানার উৎপাদন রেজিস্ট্রার অনুযায়ী উৎপাদন নেই এবং উৎপাদন না থাকলেও অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করায় সরকারের অর্থের অপচয় হয়েছে।
 - বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় মেশিনারীজ যন্ত্রপাতিগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহার না হওয়ায় ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।
 - পর্যাপ্ত কারিগরী লোক থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন শূন্য। অথচ বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর-১০ লঙ্ঘন করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- গণপূর্ত বিভাগের চার্টার অব ডিউটিজ অনুযায়ী একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রতিবছর কমপক্ষে একবার প্রত্যেক বিভাগীয় অফিস পরিদর্শন করে স্টাফ প্রয়োজনীয় কিনা সে সম্পর্ক নিশ্চিত হলেও এখানে নিয়োজিত কর্মচারী সরকারি সুবিধা ভোগ করলেও বাস্তবে কোন কাজ করা হচ্ছে না।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ জাতীয় সংসদ ভবন, ন্যাম ফ্ল্যাটসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকে বিধায় তারা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে না এবং আসবাবপত্র উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি কাঠের কারখানায় যুগোপযোগী না হওয়ায় উৎপাদন কার্যসম্পাদন করা যাচ্ছে না। অনেকে ইতিমধ্যে অবসরে গিয়েছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ তাদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালন না করে অন্য স্থানের দায়িত্ব পালন করা অমৌজিক এবং উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল পর্যাপ্ত থাকার পরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক ও চুক্তি ভিত্তিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে তাদের জন্য অধিকাল ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সেখানে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল নিয়োজিত করা বিধি বহির্ভূত। অতএব, উক্ত ক্ষেত্রে জিএফআর-১০ লঙ্ঘন করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব

মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সরকারি অর্থ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল বাবদ সরকারি অর্থের অপচয়। জড়িত ৮৭,০০,০০০ (সাতাশি লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৯-০২-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত জনবল বাবদ ৮৭,০০,০০০ (সাতাশি লক্ষ) টাকা সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৯ (পৃ:২২)]।
- নিরীক্ষাকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, ঢাকা কার্যালয়ের ডকুমেন্ট অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ৭টি গাড়ীর মধ্যে ২টি গাড়ী যথাক্রমে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম জোন, ঢাকা ব্যবহার করেন (ঢাকা মেট্রো-গ-১১-৪৬৭৮) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, ঢাকা ব্যবহার করেন (ঢাকা মেট্রো-গ-৩১৩৫) মর্মে জানানো হয়।
- সরবরাহকৃত জনবলের তালিকা অনুযায়ী ২টি গাড়ির বিপরীতে ৩১ জন গাড়ী চালকের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রতি চালকের বেতন বাবদ মাসিক গড়ে ২৫,০০০ টাকা হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৩,০০,০০০ টাকা কার্য ছাড়াই পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু সচল ২টি গাড়ীতে ২ জন ড্রাইভার কর্মরত থাকায় বেতন প্রাপ্য ৬,০০,০০০ টাকা। ফলে ২৯ জন গাড়ীচালকের বিপরীতে (৯৩,০০,০০০-৬,০০,০০০)= ৮৭,০০,০০০ (সাতাশি লক্ষ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। চার্টার অব ডিউটিজ অনুযায়ী একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সময়মতো তাঁর অধীনস্থ বিভাগ পরিদর্শন করবেন এবং তাঁর অধীনস্থ বিভাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্টাফদের প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তাঁর দায়িত্বে অবহেলা করেছেন।

অনিয়মের কারণ :

- চার্টার অব ডিউটিজ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কাজের শুরুতে বহাল মঞ্জুরীর নিমিত্তে উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে অধিকাংশ কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল বাবদ সরকারি অর্থের অপচয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : কাজ শুরু পূর্বে তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে কাল্পনিক বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ৪,৫৮,৬৯,৮০১ (চার কোটি আটান্ন লক্ষ ঊনসত্তর হাজার আটশত এক) টাকা অগ্রিম পরিশোধ।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নারায়নগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ সনের হিসাব ০৭-০৬-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৬-২০১৭ খ্রিঃ সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্ত কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি পত্র, বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- কাজ শুরুর পূর্বে তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে কাল্পনিক বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ৪,৫৮,৬৯,৮০১ (চার কোটি আটান্ন লক্ষ ঊনসত্তর হাজার আটশত এক) টাকা অগ্রিম পরিশোধ [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১০ (পৃ: ২৩)]।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহে ঠিকাদারের সহিত ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের তারিখে অর্থাৎ কাজ আরম্ভের পূর্বে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কার্যসম্পাদন ব্যতীত তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে হস্তরশিদের (HR) মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ৪,৫৮,৬৯,৮০১ টাকা অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে।
- মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ২৮-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-সপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৪/২০০০-২২৭ এর নির্দেশ মোতাবেক দেশীয় অর্থায়নে পরিচালিত/বাস্তবায়নাবীন কোন প্রকল্পের কোন অর্থ ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লেখিত আদেশ লঙ্ঘন করে কার্যসম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়।

অনিয়মের কারণ :

- মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ২৮-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-সপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৪/২০০০-২২৭ এর নির্দেশ মোতাবেক দেশীয় অর্থায়নে পরিচালিত/বাস্তবায়নাবীন কোন প্রকল্পের কোন অর্থ ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আদেশের পরিপন্থীভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সম্পাদিত কাজের উপর ভিত্তি করে দাখিলকৃত বিলের সমপরিমাণ অর্থ না থাকায় এইচআর এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের তারিখেই তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে কাল্পনিক বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। যাহা মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উল্লেখিত আদেশের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে এইচআর এর মাধ্যমে প্রদানকৃত টাকার স্বপক্ষে বরাদ্দপত্র ও চূড়ান্ত বিলের সমন্বয়ের কপি প্রেরণ না করায় অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তি হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৩১-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনের তারিখে কার্যসম্পাদন ব্যতীত কাল্পনিক বিল বাবদ অর্থ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : টিইসি কর্তৃক প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,০৮,৩২,৮৩৮ (চার কোটি আট লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ সালের হিসাব ১৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক জাতীয় ট্রমাটোলজি এবং অর্থোপেডিক রিহেবিলিটেশন ইনস্টিটিউট এর বর্ধিত কাজের প্রকল্পের আওতায় ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ১২তলা ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশ করার নথি ও নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের প্রাক্কলন, দরপত্র সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র ও সিএস পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- টিইসি কর্তৃক প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,০৮,৩২,৮৩৮ (চার কোটি আট লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকা [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১১(১-২), (পৃ: ২৪-২৬)]।
 - প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে- প্রকল্প পরিচালক মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আপত্তি উত্থাপন করার পরও তা অগ্রাহ্য করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার প্রদত্ত দরের সাথে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরের পার্থক্য ৩,৭৬,৯৮,২০০ টাকা। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা জাতীয় ট্রমাটোলজি এবং অর্থোপেডিক রিহেবিলিটেশন ইনস্টিটিউট এর বর্ধিত কাজের প্রকল্পের আওতায় ২টি বেইজমেন্টসহ ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ১২ তলা ভবন নির্মাণ কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১১২,৫৫,৮৮,৪১৪ টাকা। টেন্ডার ওপেনিং মেমো অনুযায়ী মোট ০৭টি দরপত্র পাওয়া যায়। ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর প্রদত্ত দর ৯৬,৫১,১৯,৭২৩ টাকা। ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর গাণিতিক শুদ্ধতা করে ১০০,২৮,১৭,৯২৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। যা তার ওপেনিং মেমো অনুযায়ী প্রদত্ত দর ৯৮,৮৩,৩৮,৪৬৮ টাকা হতে ১,৪৪,৭৯,৪৫৫ টাকা বেশি এবং সর্বনিম্ন দরদাতা দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রদত্ত দর ৯৬,৫১,১৯,৭২৩ টাকা হতে ৩,৭৬,৯৮,২০০ টাকা বেশি। টিইসি কর্তৃক ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার বাৎসরিক টার্নওভার কম মর্মে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সকে নন-রেসপনসিভ ঘোষণা করেন কিন্তু টিইসি এর সদস্য এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নোট অফ ডিসেন্ট প্রদান করেন। তিনি সভাপতি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিকে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর মাইনর ডেভিয়েশনের জন্য বাতিল না করে দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সকে রেসপনসিভ ঘোষণা করার জন্য মতামত প্রদান করেন এবং তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাইনর ডেভিয়েশন এর জন্য ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর বাতিল করা হলে সরকারের প্রায় পৌনে ০৪ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হবে। উল্লেখ্য যে, ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স পিবিএল জিকে বিল্ডার্স জেভি কর্তৃক কাজের (ভবনের) নিচের অংশে “Front Loading” করা হয়েছে এবং উক্ত কারণে আইটেম ৩৭ পর্যন্ত দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা ১২,১১,৪৮,৭২৪ টাকা বেশি দর দাখিল করেছেন। অন্যদিকে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা গাণিতিক শুদ্ধতার নামে তার দাখিলকৃত মূল্য ১,৪৪,৭৯,৪৫৫ টাকা বৃদ্ধি করেছেন। ২টি বিষয়ই পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা ১২৭ অনুযায়ী প্রতারণার সামিল। কাজেই দেখা যায় যে, ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা এবং ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দুজনারই ত্রুটি থাকার পরও ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর অনুমোদনের সুপারিশ না করে টিইসি কর্তৃক তাকে নন-রেসপনসিভ ঘোষণা করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর অনুমোদনের সুপারিশ করায় সরকারের ৩,৭৬,৯৮,২০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
 - নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ক্ষেত্রে- কুড়িগ্রাম জেলার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন নির্মাণ কাজে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে গণ্য করে কার্যাদেশ প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৩১,৩৪,৬৩৮ টাকা।

- উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য টেন্ডার নং-০৪/২০১১-১২ এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। ৪টি ঠিকাদারের মধ্যে ক্রমিক নং-১ এর দরদাতা টেন্ডার সিকিউরিটি বিডি প্রদান না করায় প্রাথমিক পর্যালোচনায় বাদ পড়ে যায়। অবশিষ্ট ৩ জন ঠিকাদারের মধ্যে ক্রমিক নং-০২ এর দেশ ইউনিয়ন লিঃ ও মোঃ ফরিদ উদ্দিন (জেভি) এর উদ্ধৃত মূল্য ১৮,১৬,২৫,৪৬৮ টাকা, যা টেন্ডার ওপেনিং কমিটি একক দরে কর্তন ও আইটেম বাদ দিয়ে মোট উদ্ধৃত মূল্য ১৪,১৬,২৫,৪৬৮ টাকা প্রদর্শন করে সর্বনিম্ন দরদাতা করা হলেও মোট কাজের শুধু সিভিল অংশের মূল্য ছিল ১৭,১৫,৭৬,৫৭৫। শুধু সিভিল অংশের মূল্য ১৭,১৫,৭৬,৫৭৫ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে উদ্ধৃত মূল্য ১৪,১৬,২৫,৪৬৮ টাকা প্রদর্শন করা হলো তা বোধগম্য নয়।
- ক্রমিক নং-০৪ এর ফ্রেন্ডস ইন্টারন্যাশনালের উদ্ধৃত মূল্য ১৬,১৭,৭৭,৭৭৭.৭৭ টাকা হওয়া সত্ত্বেও প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গণ্য না করে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার টিওসি কর্তৃক প্রদর্শিত ১৪,১৬,২৫,৪৬৮ টাকাকে টিইসি কর্তৃক লাভজনক আইটেম যোগ করে আইটেম কাটাকাটি করে অলাভজনক আইটেম বাদ দিয়ে সংশোধনপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গণ্য করে ১৭,৯৬,৫৮,৮৬০ টাকার দর মূল্যায়িত হয় এবং ১৬,৪৯,১২,৪১৫.৫৮ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১৬,১৭,৭৭,৭৭৭.৭৭ টাকা কার্যাদেশ না দেওয়ার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (১৬,৪৯,১২,৪১৫.৫৮-১৬,১৭,৭৭,৭৭৭.৭৭) = ৩১,৩৪,৬৩৮ টাকা।
- “উক্ত কাজ দুটিতে জড়িত টাকা (৩,৭৬,৯৮,২০০+৩১,৩৪,৬৩৮)= ৪,০৮,৩২,৮৩৮ (চার কোটি আট লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকা।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১২৭ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ না করা।
- পিপিআর-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৪৯(২)(৩) মোতাবেক সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার বিষয়ে কোন নেগোসিয়েশন করা যাবে না এবং টিইসি চুক্তি সম্পাদনের শর্ত হিসেবে কোন দরপত্র দাতাকে দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন বিষয়ে এবং দরপত্রের উল্লেখিত মূল্য পরিবর্তন বা দরপত্রের কোন শর্ত সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে না। কিন্তু উক্ত আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা : পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে সরকারি অর্থের ক্ষতি হয় নাই।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম : টিইসি এর যাচাইকৃত মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা : পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে বলা হলেও টিইসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ নয়। এক্ষেত্রে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর দরপত্রে বার্ষিক টার্নওভার সামান্য ঘাটতি উল্লেখ করে দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ কে নন-রেসপনসিভ ঘোষণা করা হলেও ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা দরপত্র দাখিলে ২ ধরনের প্রতারণা করেছেন। প্রথমত: ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা দাখিলকৃত দরপত্রে যোগফল কম দেখিয়ে দাখিল করার পর গৃহীত দরপত্রের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত: তিনি ভবনের নিচের অংশের মূল্য অস্বাভাবিক প্রায় ১২% দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দরে দরপত্র দাখিল করেছেন। ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার ২টি কার্যক্রমই নৈতিকতার বিরোধী এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭ মোতাবেক বাতিলযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য। এখানে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের সুপারিশ না করায় সরকারের আপত্তিকৃত টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম : টিওসি এবং টিইসি যৌথভাবে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য কৌশল অবলম্বন করেছেন। ঠিকাদারের উদ্ধৃত মূল্যকে টিওসি কর্তৃক কর্তন করে সর্বনিম্ন আবার টিইসি সংশোধনের নামে দরপত্র মূল্য পুনঃ বৃদ্ধি করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৭-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৪-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ০৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের সুপারিশ না করে বা পুনঃ দরপত্র আহ্বানের সুপারিশ না করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের সুপারিশ করায় আর্থিক ক্ষতির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : Responsive দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ৬০,৩৬,৫৬৫ (ষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত পয়ষট্টি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ০৪-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কাজের টেন্ডার ডকুমেন্টস, সিএস ও দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- Responsive দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ৬০,৩৬,৫৬৫ (ষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত পয়ষট্টি) টাকা ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১২ (পৃ:২৭)]।
- নিরীক্ষাকালে সরকারি শিশু পরিবার হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় তেজগাঁওস্থ সরকারি শিশু পরিবার চত্বরে ৪ ও ৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রাক্কলন, প্রাইস অফার, সিএস ও টেন্ডার মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঠিকাদার নোভেলটি'র একই ধরনের কাজে ৪,৬৮,২০,৮৪২ টাকার কাজ সম্পাদনের সার্টিফিকেট রয়েছে, যা আইটিটির শর্ত পূরণ করে। পরিশিষ্টে বর্ণিত ২টি কাজে Work Completion Certificate of Similar Nature of Works সঠিক না পাওয়ায় দরপত্রটি নন-রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও সার্টিফিকেট যাচাই করা হয়নি। ফলে নিম্ন দরের দরপত্র নন-রেসপনসিভ দেখিয়ে উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান করায় ৬০,৩৬,৫৬৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- Responsive দরদাতাকে বাদ দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। কিন্তু দেখা যায় যে, দরদাতা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর অনুরূপ কাজ সম্পন্ন করার সনদ রয়েছে।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৬) অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।

অনিয়মের কারণ :

- দরপত্রের শর্ত পরিপালন না করা।
- পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- দরদাতা নোভেলটি দরপত্রের শর্তানুযায়ী “টেন্ডার সিকিউরিটি এবং লিকুইডিটি এসেটস” যথাযথ ছিল। কিন্তু অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট অনুযায়ী বর্ণিত ২টি কাজের ক্ষেত্রে Similar Nature of Work এর সঠিকতা না পাওয়ায় ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- দরদাতা নোভেলটি কর্তৃক দরপত্রের শর্তানুযায়ী Tender Security ও Liquid Assets যথাযথ থাকা সত্ত্বেও অনুচ্ছেদের পরিশিষ্টে বর্ণিত ২টি কাজের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা নোভেলটি কে Similar Nature of Work এর সঠিকতা না পাওয়ার অজুহাতে সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান না করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

- আইটিটির শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। Work Completion Certificate of Similar Nature of Works সঠিকভাবে যাচাই করা হয়নি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ব্যতিরেকে দরপত্র আহ্বান ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- Responsive দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করে একমাত্র বৈধ দরদাতার প্রদত্ত দরের গাণিতিক শুদ্ধতার ফলে উর্দ্ধদরে দরপত্র অনুমোদন।
ওপেনিং মেমোর দর এবং গাণিতিক শুদ্ধতার পর গৃহীত দরের পার্থক্য ২,০৮,২৩,৩৮৬ (দুই কোটি আট লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকা। যা অস্বাভাবিক বিধায় আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

বিবরণ :

প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ আর্থিক সালের হিসাব ২৪-১১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র অনুমোদনের নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করে একমাত্র বৈধ দরদাতার প্রদত্ত দরের গাণিতিক শুদ্ধতার ফলে উর্দ্ধদরে দরপত্র অনুমোদন। ওপেনিং মেমোতে প্রদত্ত দর এবং গাণিতিক শুদ্ধতার পর গৃহীত দরের পার্থক্য ২,০৮,২৩,৩৮৬ (দুই কোটি আট লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকা। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১৩ (পৃ:২৮)]।
- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩১,৩০,৬৫,৫১১ টাকা। দৈনিক যুগান্তর এবং New Age পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করেন। নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর প্রদত্ত দর ৩০,৬৯,৫৪,০৬৩ টাকা এবং মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানী এর প্রদত্ত দর ৩৫,৪১,৩৩,৩২৯ টাকা। পরবর্তীতে নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দাখিলকৃত দর গাণিতিক শুদ্ধতার নামে ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর গাণিতিক শুদ্ধতার পর সংশোধিত মূল্য ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়। পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা ১২৭(২)(খ) এবং ৪(ক)(খ)(গ) মোতাবেক কোন দরপত্র দাতা যদি পেশাগত অসদাচরণ বা অপরাধ সংঘটিত করেন অর্থাৎ প্রতারণামূলক কার্য যেমন ক্রয় কার্যক্রম বা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা অসাধুভাবে কোন তথ্য গোপন করা হয় সেক্ষেত্রে প্রবিধানমালা ১২৭(৪) মোতাবেক ক্রয়কারী দরপত্র বাতিল করবেন এবং প্রতিষ্ঠানকে যে কোন ধরনের শাস্তি প্রদান করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় মাত্র ২জন দরদাতা দর দাখিল করেন। মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানীকে টিইসি কর্তৃক নন-রেসপনসিভ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দাখিলকৃত দর ৩০,৬৯,৫৪,০৬৩ টাকা বৃদ্ধি করে গাণিতিক শুদ্ধতার নামে ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকার দর অনুমোদন করা হয়। নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দাখিলকৃত দরপত্রের কোন স্তরে যোগফল ২,০৮,১৩,৩৮৬ টাকা ভুল ছিল তার কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। এমনকি নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এবং মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানীর দাখিলকৃত দরপত্র দুটি নথিতে পাওয়া যায়নি। মূলত মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানীর দরপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় এবং নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দাখিলকৃত দর ৩০,৬৯,৫৪,০৬৩ টাকা বৃদ্ধি করে ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠান দাখিলকৃত দরে যোগফলে ২,০৮,২৩,৩৮৬ টাকা ভুল করে দরপত্র দাখিল করে সে প্রতিষ্ঠানের সততা, যোগ্যতা এবং নৈতিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় HOPE কর্তৃক পিপিআর ১২৭(৪) অনুযায়ী দরপত্র বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা আবশ্যিক ছিল।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭(২)(খ) এবং ৪(ক)(খ)(গ) অনুসরণ না করা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রেসপনসিভ দরদাতাকে টিইসি যোগ্য হিসেবে মূল্যায়ন করেন। দরপত্রের বিষয়ে কোন দরদাতার কোন অভিযোগ ছিল না। তাছাড়া দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবান করলে সময় নষ্ট হতো এবং কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হতো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরপত্র দাতার দাখিলকৃত দরের গাণিতিক শুদ্ধতার পর দর পরিবর্তন এবং টিইসি কর্তৃক নূরানী কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দর অনুমোদনের সুপারিশ স্বচ্ছ ছিল না। ৩২,৭৭,৭৭,৪৪৯ টাকা মূল্যের বিল্ডিং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের যেখানে দক্ষ জনবল, যন্ত্রপাতিসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা বাধ্যতামূলক সেখানে দাখিলকৃত দরের যোগফল ২,০৮,২৩,৩৮৬ টাকা ভুল করায় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক। কাজেই টিইসি নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং HOPE কর্তৃক পিপিআর/২০০৮ এর প্রবিধানমালা ১২৭(৪) অনুযায়ী দরপত্র বাতিল করার প্রয়োজন ছিল। একমাত্র দরদাতার সহিত সমঝোতার মাধ্যমে গাণিতিক শুদ্ধতার অজুহাতে উর্ধ্বদরে অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৭-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ০৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। উক্ত কার্যালয়ের প্রাপ্ত জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করার জন্য ২৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- গাণিতিক শুদ্ধতার নামে দর বৃদ্ধি করে দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ৬৫,৬১,৮৪৮ (পয়ষটি লক্ষ একষটি হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত সম্পদ বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-০৩-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, ক্যাশবুক ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতিরেকে ৬৫,৬১,৮৪৮ (পয়ষটি লক্ষ একষটি হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১৪ (পৃঃ ২৯-৩০)]।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৪.০০.০০০০.০২৭.০০.৩২২.১২-৫১০ তারিখ : ০১-১২-২০১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উক্ত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (৪র্থ তলা) জন্য ৬৬৩.৭৪ লক্ষ (ছয় কোটি তেষটি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা বিশেষ বরাদ্দ মঞ্জুরি প্রদান করা হলেও পরিশিষ্টে উল্লিখিত কাজসমূহ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কাজ নয় অর্থাৎ রাস্তা নবায়ন ওয়াকওয়ে নির্মাণ, মেরামত ও সুয়ারেজ লাইন পরিষ্কারকরণ কাজ করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা হয়েছে।
- ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বহির্ভূত অন্যান্য প্রতিটি কাজের জন্য ১১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে ২১-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে এবং ২২-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিটি কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। শুধুমাত্র বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার উদ্দেশ্যে উক্ত খাতে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও সকল কাজের কার্যাদেশ একই তারিখে প্রদান করে একই তারিকে কার্যসম্পাদন দেখিয়ে একই তারিখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- জিএফআর-৯ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন ব্যয় করা যাবে না।
- অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১. ২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) তারিখ : ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং ৫(ক) অনুযায়ী যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় সে উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে।
- জিএফআর-১০৪ অনুসারে মূল বাজেট প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকলে ব্যয় করার সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারণ :

- অর্থ বিভাগের আদেশ, জিএফআর বিধি-৯ এবং ১০৪ লঙ্ঘন পূর্বক উদ্দেশ্য বহির্ভূত খরচ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বরাদ্দকৃত অর্থের সাশ্রয় অর্থ হতে ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের আদেশ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলাদা বরাদ্দ প্রয়োজন। সাশ্রয়ী অর্থ ফেরত দেয়া উচিত ছিল।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৩-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সাশ্রয়ী অর্থ ফেরত দিতে হবে, কবে টাকা অব্যয়িত থাকল, কাজসমূহের টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার ইত্যাদি সম্পন্ন করে যে সকল বিল প্রদান করা হয়েছে তার প্রমাণকসহ উক্ত কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : আরডিপিপি মূল্য অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৫,০৫,২৪,০০০ (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৭-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৪-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের আরডিপিপি প্রগ্রেস রিপোর্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- আরডিপিপি মূল্য অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের ৫,০৫,২৪,০০০ (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১৫(পৃ:৩১)]।
- শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের হোস্টেল ভবন (পুরুষ), পরিচালক এর বাস ভবন, সাব-স্টেশন পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ ও গভীর নলকূপ স্থাপন কাজে আরডিপিপি মূল্য ১৫,১২,১১,০০০ টাকার বিপরীতে ২০,১৭,৩৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এতে আরডিপিপি মূল্য অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৫,০৫,২৪,০০০ (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি কাজ বাস্তবায়নে কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত ডিপিপিতে কাজের জন্য নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ডিপিপির নির্দেশনা অনুসরণ না করে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- RDPP তে সংস্থানকৃত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে কাজ করা হয়েছে যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি। Specification বর্হিভূত কাজ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত Delegation of financial power-2015 এর ৩৭(৮)-এ উল্লেখ রয়েছে যে, ডিপিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

অনিয়মের কারণ:

- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত Delegation of financial power-2015 এর ৩৭(৮) মোতাবেক ডিপিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করা হয়নি।
- অনুমোদিত দরপত্রের শর্ত পালন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঠিকাদারের চুক্তিতে একাধিক প্যাকেজের সমন্বয় করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়নি।

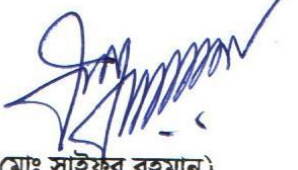
নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ডিপিপিতে উল্লেখিত একাধিক প্যাকেজকে সমন্বয় করার অবকাশ নেই। প্যাকেজ ভিত্তিক/খাত ভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। কাজেই সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও দীর্ঘ ২বছর ১মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৯-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আরডিপিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় প্রকারান্তরে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উক্ত ক্ষতির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যিক এবং অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ নিয়মানুগ করা আবশ্যিক।

তারিখ : _____ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ ।
শস্য


(মোঃ সাইফুর রহমান)

মহাপরিচালক
গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।